দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 27 NOV 1997

পৃষ্ঠা ...

উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি সমাচার

দক্ষ পরিচালনার অভাব, প্রশাসনের অদক্ষতা, উদাসীনতা এবং সমন্বয়হীনতার কারণে আমাদের বিভিন্ন প্রকল্পের ব্যর্থতার তালিকা ছোট নয়। এর সাম্প্রতিক সংযোজন আমাদের উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি। ২০০৫ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে ৩ কোটি নিরক্ষরকে সাক্ষর করার লক্ষ্যে ১ হাজার ১শ' ২২ কোটি টাকা ব্যয়ে বহুল ঘোষিত উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি অধিকাংশ জেলাতেই ব্যর্থ হতে চলেছে। পত্রিকায় প্রকাশ প্রায় ৫ বছর আগে শুরু হওয়া এই কার্যক্রমের ব্যর্থতার জন্যে প্রধানত দায়ী সুষ্ঠু পরিচালনার অভাব, প্রশাসনের অদক্ষতা ও উদাসীনতা এবং দুর্নীতি।

উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মনিটরিং সেল গত কয়েক মাসে দেশের ১৮টি জেলার ২৫টি থানা পরিদর্শন করে কর্মসূচি ব্যর্থ হওয়ার উল্লেখিত কারণ চিহ্নিত করেছে। উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর অর্থ আত্মসাতের দায়ে ২৫টি এনজিওকে অভিযুক্ত করেছে। এদের ১১টির বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে মামলাও দায়ের করা হয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে ২৩০টি এনজিও প্রতিষ্ঠান উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তরের অধীনে কাজ করছে।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা অধিদপ্তরের হিসাবমতে দেশের ১৬ ও তদূর্ধ্ব বয়সী জনসংখ্যার ৫৭ শতাংশ এখনো নিরক্ষর। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়ার উপযোগী শিশুর সংখ্যা বাদ দিয়ে বিভিন্ন বয়স ভিত্তিক নিরক্ষর লোকের সংখ্যা ৪ কোটি ৭২ লাখ। এ বিপুল জনগোষ্ঠীকে নিরক্ষর রেখে দেশের সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নিরক্ষরদের নিম্ন উৎপাদনশীলতা আমাদের আর্থ–সামাজিক উন্নয়নের সার্বিক পথে বড় বাধা।

বিগত ৫০ বছরে সাক্ষরতার নানা উদ্যোগ নেয়া হলেও রাজনৈতিক অঙ্গীকারের অভাবে তা কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আনতে পারেনি। ১৯৮৭ সালে দেশের ২৭টি থানায় পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়। পরে সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে ও অব্যাহত শিক্ষা নিশ্চিতকরণের জন্যে উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার ভিত্তিক খাত হিসেবে চিহ্নিত করে। এ জন্যে ১৯৯২ সালে প্রাথমিক ও এবং উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর নামে আলাদা অধিদপ্তর সৃষ্টি করা হয়। এর লক্ষ্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষার আওতায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মৌলিক শিক্ষার চাহিদা পূরণের পাশাপাশি যারা স্কুলে যাচ্ছে না সেই শহরের বস্তিবাসী ভাসমান জনগণ, এবং যারা প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ঝরে পড়ছে তাদেরকে সাক্ষর করা।

১৯৯২ সালে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে শুরু হলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র হতে উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষার চারটি প্রকল্পের মধ্যে প্রথম প্রকল্পটি শুরু হয় ১৯৯৬ সালের জানুয়ারিতে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০৫ কোটি ২৭ লাখ ১২ হাজার টাকা ব্যয়ে ২৯ লাখ ৫০ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছিল।

এরপর প্রকল্প–২ নামে আরেকটি প্রকল্প হাতে নেয়া হয়। ইউনিসেফের অর্থায়নে পরিচালিত হচ্ছে উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প–৩। লক্ষ্য ৬টি বিভাগীয় শহরের ৩ লাখ ৫১ হাজার শিশু–কিশোরকে সাক্ষর করা। বর্তমান সরকার উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রকল্প–৪ হাতে নিয়েছে। ৫ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প গত আগস্ট মাসে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এটি সবচেয়ে বড় প্রকল্প। ব্যয় হবে ৬৮২ কোটি ৯৯ লাখ ৬২ হাজার টাকা। প্রকল্পের মাধ্যমে ২ কোটি ২৮ লাখ ৮৯ হাজার নিরক্ষরকে সাক্ষর করার পরিকল্পনা রয়েছে এখানে। কিন্তু কাজীর গরু এখনও কেতাবেই আছে, গোয়ালে নেই। অধিদপ্তরের মনিটরিং সেল পটুয়াখালী, ভোলা, নওগাঁ, নওয়াবগঞ্জ, দিনাজপুর, রংপুর, জয়পুরহাট, টাঙ্গাইলসহ বিভিন্ন জেলায় মাঠ পর্যায়ে তদন্ত করে কর্মসূচির অদক্ষ পরিচালনা, ব্যর্থতা এবং এনজিওদের বিরাট বিরাট অংকের টাকার আত্মসাতের ঘটনা উদঘাটন করে। অনেক জায়গায় কাগজে কলমে স্কুল থাকলেও বাস্তবে নেই। প্রত্যেক সুপার ভাইজারের প্রতিদিন স্ব স্ব এলাকার কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন করার কথা থাকলেও তারা তা করেন না। এনজিওদের থানা সমন্বয়কারীরা থানা সদরে বসেই তাঁদের দায়িত্ব পালন করে থাকে বলেও অভিযোগ রয়েছে। আর অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে কতিপয় এনজিও'র বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর অধীনে মামলা করার বিষয়টি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। এই হলো আমাদের উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচি চালচিত্র।

বিগত সরকারের আমল থেকেই এই কর্মসূচিকে ঘিরে অনিয়ম ও দুর্নীতি দানা বাঁধতে থাকে। অভিযোগ আছে তখন বিভিন্ন জেলায় সমন্বয়কারী নিয়োগ ও, এনজিওদের সম্পৃক্তকরণে ব্যাপক অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির আশ্রয় নেয়া হয়েছিল। রাতারাতি অনেক এনজিও গড়ে উঠে এই কর্মসূচির সাথে সম্পৃক্ত হয়। সমন্বয়কারী নিয়োগে দলীয়করণ প্রাধান্য পায়। এইভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে শিক্ষাদানের পরিবর্তে কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করা হয়। গোটা কর্মসূচির সীমাবদ্ধতা এখান থেকেই শুরু।

আগামী ২০০৫ সালের মধ্যে দেশকে নিরক্ষরমুক্ত করা বর্তমান সরকারের একটি রাজনৈতিক অঙ্গীকার। সুতরাং এই অঙ্গীকার সফল করতে হলে উপ–আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কর্মসূচির মত একটি গণকল্যাণকামী কর্মসূচির সমস্ত সীমাবদ্ধতা দূরীকরণে সরকারকে এখন থেকেই সচেষ্ট হতে হবে।